বিষয়বস্তুঃ **হিংসার গোনাহ্ ও ক্ষতি**

রবীউস সানী মাসের প্রথম জুমুআর বয়ান

(৪ রবীউস সানী ১৪৪৫ হিজরী, ২০ অক্টোবর ২০২৩)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

ক্রমিক নং ১১৭

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَمَنْ تَبِعَهُ إِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ أَمّا بَعْدُ : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۞

صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ

সম্মানিত ঈমানদার ভায়েরা! আজ রবীউস সানী মাসের ৪ তারিখ, প্রথম জুমুআ। আজ আমরা হিংসার গোনাহ ও ক্ষতি সম্পর্কে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

জেনে রাখা দরকার, মানুষ ভাল-মন্দ যেসব আমল করে, তা দু'ভাগে বিভক্ত; (১) বাহ্যিক আমল; যেমন নামায পড়া, যিকির আযকার ও দান সাদাকাহ করা ইত্যাদি এসব বাহ্যিক ভাল আমল। আর চুরি করা, মদ খাওয়া , যুলুম করা ইত্যাদি খারাপ আমল। (২) আভ্যান্তরিক আমল; যেমন আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান রাখা,

কোন সৎকাজ করার নিয়্যত করা এসব আভ্যান্তরিক ভাল কাজ। পক্ষান্তরে কুফর, শির্ক ও বিদআতী আকীদা রাখা, অন্যের প্রতি হিংসা বিদ্বেষ রাখা আভ্যান্তরিক খারাপ কাজ। একজন আদর্শ মানুষ হতে গেলে উভয় প্রকার ভাল আমল করা ও খারাপ আমল বর্জন করা জরুরী। বাহ্যিক আমল যতই ভাল হোক না কেন, যদি আভ্যান্তরিক আমল ভাল না হয়, তবে এমন লোক না আল্লাহর প্রিয় হতে পারে, আর না মানুষের নিকট ভাল হতে পারে। তাই কুরআন ও হাদীসে যেমন মানুষের বাহ্যিক ভাল আমল অবলম্বন করতে ও খারাপকাজ থেকে বিরত থাকতে আদেশ দেওয়া হয়েছে, অনুরূপ ভাবে আভ্যান্তরিক ভাল আমল করা ও খারাবী থেকে দূরে থাকতেও আদেশ দেওয়া হয়েছে। আভ্যান্তরিক খারাপ আমলের মধ্যে একটি ধ্বংসকর আমল হল হিংসা করা।

হিংসা কাকে বলেঃ

হিংসা বলা হয়, কারও কোন নিয়ামত বা উন্নতি দেখে মনে মনে জ্বলতে থাকা এবং তার থেকে সেসব নিয়ামত ছিনিয়ে যাওয়ার প্রত্যাশা করা। যেমন আল্লাহ তায়ালা কাউকে প্রচুর অর্থ-সম্পদ দিয়েছেন, বা শারীরিক সুস্থতা দান করেছেন, অথবা সুনাম সুখ্যাতি বা মান-মর্যাদা দান করেছেন।এখন কারো অন্তরে এ খিয়াল আসছে যে, সে এসব কেন পেল? তার কাছ থেকে এসব হাতছাড়া হওয়া দরকার। আর যদি সে কোন বিপদের সম্মুখীন হয় বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে খুশি হয়।

হিংসা করা বড় পাপ কাজ। কারণ, কারও প্রতি হিংসা করা মানে প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত ভাগ্যের প্রতি অভিযোগ করা। কারণ, সুখ-শান্তি, অর্থ-সম্পদ ও মান-সম্মান সবই আল্লাহর দান। তিনি যাকে চান, তাকে এসব জিনিস বেশি দান করেন| আর যাকে ইচ্ছা কম দিয়ে থাকেন । সুতরাং কারও প্রতি হিংসা করার অর্থ হল, আল্লাহ তায়ালার উপর অভিযোগ করা যে, তিনি এসব নিয়ামত তাকে কেন দিয়েছেন। আমাকে কেন দেন নি।অথবা তাকে বেশি দিয়েছেন আর আমাকে কেন কম দিয়েছেন।আর এটাই হল আল্লাহ তায়ালার ফয়সালার উপর অভিযোগ যা মস্ত বড় গোনাহ |

সূরাবাকারার ৫৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেনঃ

اَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ

“আল্লাহ তায়ালা নিজ কৃপায় মানুষকে যাকিছু দিয়েছেন, সে বিষয়ের জন্য কি তারা লোকদের প্রতি হিংসা করছে?”

এ আয়াত দ্বারা খুব স্পষ্ট ভাবে বোঝা গেল যে, কারও প্রতি হিংসা করার অর্থ হল, তাকে আল্লাহর নিয়ামত দানের কারণে, আল্লাহর প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করা। আর এটা হারাম কাজ। তাই কারও প্রতি হিংসা করা হারাম ও হিংসা ত্যাগ করা ফরয। কিন্তু আজ আমরা যদি আমাদের সমাজের প্রতি লক্ষ্য করি, তাহলে আমরা বুঝতে পারব যে, বহু মানুষ হিংসার রোগে আক্রান্ত।পরের ভাল তারা দেখতে পারে না।

আর হিংসা যে ধ্বংসকর গোনার কাজ তা আমরা অনেকে মনেই করি না। হিংসার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ – أَوْ قَالَ: الْعُشْبَ

"তোমরা হিংসা-বিদ্বেষ থেকে বেঁচে থাক।কারণ, হিংসা মানুষের নেক আমলকে তেমনিভাবে খেয়ে ফেলে, যেমনভাবে আগুন কাঠকে খেয়ে ফেলে।" অন্যের প্রতি হিংসা করা যে কত জঘন্য অপরাধ, হিংসুক ব্যক্তি আল্লাহর কত অপ্রিয় তা এ হাদীস দ্বারা সহজেই বোঝা যায়।

ঈমানদার ভাই সকল ! দু'টি কারণে মানুষ হিংসা করে। (১) দুনিয়ার মাল-দৌলত, অর্থ-সম্পদ ও মান মর্যাদার লালসার জন্য। কেননা মানুষ চাই যে, তার অর্থ সম্পদ, মান-সম্মান বৃদ্ধি পাক। এখন যদি কেউ এসব বিষয়ে এগিয়ে যায়, তখন তার প্রতি হিংসা হয়, তাকে টেক্কা দেওয়ার মনোভাব সৃষ্টি হয়। (২) হিংসার দ্বিতীয় কারণ, কারও প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা থাকা। যখন কারও প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা থাকে, তখন তার ভাল অবস্থা বিদ্বেষ বা শত্রুতা পোষণকারীর জন্য কষ্টের কারণ হয়।

হিংসা এমন একটি রোগ, যা মানুষের ইহকাল ও পরকালকে নষ্ট করে দেয়। পরকালের ক্ষতির বিষয়টি তো আমরা হাদীস দ্বারা

জানতে পেরেছি যে, হিংসুকের নেক আমল নষ্ট হয়ে যায়। আর দুনিয়াবী ক্ষতি এই যে, যে হিংসা করে, যখন সে কাউকে কোন উন্নতির পথে দেখে, তখন হিংসুক মন মনে জ্বলতে থাকে ও কষ্ট অনুভব করে। আর হিংসুকের পরকালীন ক্ষতি যা আমরা হাদীস দ্বারা বুঝলাম তা হল, তার নেক আমল নষ্ট হয়ে যায়। অথচ মানুষ নাফসের সাথে মুকাবেলা করে,অনেক কষ্ট স্বীকার কর সৎকাজ করে। কিন্তু হিংসার কারণে তার সেই সব নেককাজ বেকার হয়ে যায়।

ভাই সকল ! যখন বুঝতে পারলাম যে, হিংসার পরিণতি খুবই খারাপ, অথচ বিরাট সংখ্যক মানুষ এ গোনাই লিপ্ত, তখন আমাদেরকে যে কোন ভাবে হোক না কেন, হিংসা বর্জন করতেই হবে।

মুহাদ্দিসগণ হিংসা বর্জন করার একটি উপায় বলেছেন। তা এই যে, প্রত্যেককে এ কথা ভাবতে হবে যে, এ বিশ্বজগতের মালিক হলেন আল্লাহ তায়ালা। তিনি তাঁর বিশেষ জ্ঞান ও বিচক্ষণতায় মানুষের মধ্যে নিজের নিয়ামত বিতরন করছেন।কাউকে কম দিয়েছেন আর কাউকে বেশি। কাউকে এক নিয়ামত দিয়েছেন তো অন্য কাউকে অন্য কোন নিয়ামত দিয়েছেন। কাউকে হয়ত তিনি ধন-সম্পদের নিয়ামত দিয়েছেন, আবার কাউকে সুসাস্থ ও সুস্থতার নিয়ামত দিয়েছেন। মোটকথা, আল্লাহ তায়ালার বন্টনে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। কারণ হিংসা করার অর্থ হল, আল্লাহর ভাগ-বন্টনে অভিযোগ করা। আর এটা নিস্বন্দেহে বড় অন্যায়। যদি আমরা মনে মনে এসব কথা ভাবি, তবে

ইনশা আল্লাহ আমাদের মন থেকে হিংসা দূর হয়ে যাবে। তখন আর অন্যের উন্নতি দেখে মনে কষ্ট অনুভব হবে না।

আল্লাহ তায়ালার নিয়ামত ভাগ-বন্টনের ব্যাপারে তারতম্য করা সম্পর্কে একটি হাদীসঃ

মুসনাদে আহমাদের ২১২৩২ নম্বরের একটি বিস্তারিত হাদীসে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তায়ালা আদম সন্তানদের পিঠ থেকে তাদের সন্তানদেরকে বের করে তাদেরকে হযরত আদম আলাইস সালামের সামনে পেশ করেন। হযরত আদম (আঃ) তাদেরকে দেখতে লাগেন। তিনি মালদার, গরীব, সুন্দর আকার আকৃতি ও কুৎসিত সকলকে দেখতে পান। এরপর তিনি আল্লাহকে বলেছিলেনঃ হে আমার প্রতিপালক ! আপনি যদি সকলকে সার্বিকভাবে সমান সৃষ্ট করতেন। (অর্থাৎ, আপনি কাউকে ধনী, কাউকে দরিদ্র, আবার কাউকে সুন্দর কাউকে কুৎসিত করে সৃষ্টি করেছেন, এর হিকমত কী?) আল্লাহ তায়ালা বলেছিলেনঃ আমি চাই যে, আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হোক। অর্থাৎ, যাকে নিয়ামত দেওয়া হয়েছে, সে যেন দরিদ্র ব্যক্তিকে দেখে নিজের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে। আর যাকে দরিদ্র রাখা হয়েছে সে যেন সবর করে এবং তাকে যে শারীরিক সুস্থতা বা অন্যান্য যে নিয়ামত দেওয়া হয়েছে তার জন্যে শুকরিয়া আদায় করে। সকলকে সমান ভাবে নিয়ামত না দেওয়ার আর একটি কারণ এই যে, নিয়ামতের তারতম্য না থাকলে নিয়ামতের কদর বুঝে আসত না।

সূরা নিসার ৩২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

وَلَا تَتَمَنَوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ

“তোমরা এমন সব বিষয়ের আকাংক্ষা করো না যাতে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।”

এ আয়াতে মানুষকে এটা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা বিশেষ কোন হিকমতের কারণেই মানুষের মধ্যে তাঁর বিভিন্ন নিয়ামত যাকে যেমন চেয়েছেন বন্টন করেছেন। সুতরাং কারও প্রতি হিংসা না করে প্রত্যেককেই তার নিজের ভাগ্যের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা জরুরী। অন্যের অর্থ-সম্পদ,গুণ-বৈশিষ্ট্যের প্রতি লোভ-লালসা করা ও তাকে হিংসা করা উচিত নয়। কেননা, এতে মন জ্বলতে থাকে, অনর্থক মানসিক কষ্টে ভুগতে হয়।

প্রত্যেককে এটা মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ তায়ালা আমাকে যা দিয়েছেন, এটাই আমার জন্য উপযুক্ত। যে ব্যক্তি দরিদ্র তাকে মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ তায়ালা আমাকে যে অর্থ-সম্পদ কম দিয়েছেন এতে আমার জন্য নিশ্চই কোন কল্যাণ রেখেছেন। আমাকে অনেক সম্পদ দান করলে আমি হয়ত এর হক আদায় করতে পারতাম না, অথবা কোন গোনাহে লিপ্ত হয়ে যেতাম।কিংবা আমার পরকালে বেশি সম্মান দানের জন্যেও হয়ত দুনিয়াতে আমাকে অভাবগ্রস্ত রেখেছেন। যে মালদার তার উচিত হল, সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে মালের

হক করবে। এভাবে প্রত্যেক নিয়ামতের ক্ষেত্রে সকলকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

প্রিয় সুধীবৃন্দ ! এখানে একটি কথা মনে রাখা খুব জরুরী। তা এই যে, কুরআন ও হাদীসে বহু জায়গায় সৎকাজে প্রতিযোগিতা অর্থাৎ অন্যের চাইতে এগিয়ে যাওয়ার আদেশ করা হয়েছে। অনুরূপ ভাবে অন্যের মধ্যে যেসব ভাল গুণ-গরিমা আছে, তা হাসিল করার জন্যে চেষ্টা করতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। এ প্রতিযোগিতা শুধুমাত্র ঐ সমস্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, যেগুলো হাসিল করা মানুষের সাধ্যে আছে, যেগুলো চেষ্টা করলে মানুষ অর্জন করতে পারে এবং যেগুলো পরকালে উপকারী। যেমন ইলমে দ্বীন, ইবাদত-উপাসনা, উত্তম চরিত্র ইত্যাদি। অনুরূপ ভাবে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার নিয়্যতে বেশি অর্থ হাসিল করার চেষ্টা করাও প্রশংসনীয় কাজ।

এ পর্যন্ত আমরা হিংসার গোনাহ ও ক্ষতি সম্পর্কে আলোচনা শুনছিলাম। এখন আমরা অন্যের প্রতি হিংসা না করা, পরশ্রিকাতরতা থেকে নিজের মনকে পরিষ্কার রাখার মহা পুরস্কার ও উপকারিতা সম্পর্কে কিছু কথা জেনে রাখি।

আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ) লিখিত কিতাবুযযুহ্দের ৬৯৪ নম্বর ও মুসনাদে আহ্মাদের ১২৬৯৭ নম্বরে হযরত আনাস (রযি) বলেছেনঃ একবার আমরা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বসেছিলাম, এমন সময় তিনি বলেনঃ

يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الْآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

“এখনই তোমাদের সম্মুখে একজন জান্নাতী লোক উপস্থিত হবে।”

অতঃপর আনসার গোত্রের একজন লোক সেখানে উপস্থিত হন, তাঁর দাড়ি হতে উযুর পানি ঝরছিল এবং তাঁর বাম হাতে জুতা ছিল। পরের দিনেও রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা বলেন, সে দিনেও ঐ একই ব্যক্তি হাযির হন। তৃতীয় দিনেও নবীজি এই একই কথা বলেন এবং সে দিনেও ঐ একই ব্যক্তি হাযির হন। তৃতীয় দিন যখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাজলিস শেষে চলে যান, তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রযি) সেই লোকটির কাছে যান এবং বলেনঃ আমি আমার পিতার সাথে ঝগড়া করেছি এবং কছম খেয়েছি যে তার কাছে তিন দিন যাব না। আপনি কি আমাকে আপনার কাছে তিনদিন অবস্থান করতে দেবেন? তিনি অনুমতি দিলে হযরত আব্দুল্লাহ (রযি) তিনদিন তাঁর কাছে অবস্থান করেন এবং একেবারে তাঁর ছায়া সঙ্গী হয়ে যান। কিন্তু এই তিনদিনে তাঁকে এমন কোন আমল ইবাদত করতে দেখলাম না যা অসাধারণ। তাঁকে তিনি তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য উঠতে দেখলাম না। তবে হ্যাঁ, রাত্রে তিনি যখন জেগে যেতেন তখন আল্লাকে স্মরণ করতেন, আল্লাহু আকবার বলতেন আবার ঘুমিয়ে পড়তেন। আর আমি তাঁর থেকে ভাল কথাই শুনেছি। তিনি খারাপ কথা বলতেন না।

যখন তিনদিন অতিবাহিত হয়ে গেল, তাঁর আমলকে অন্যান্যদের তুলনায় কম বলেই মনে হল। আমি তখন তাঁকে বললামঃ আমার আব্বার সাথে আমার কোন ঝগড়া বা রাগারাগি কিছুই হয় নি। আমি আপনার কাছে তিনদিন এ জন্যেই অবস্থান করেছিলাম যে, আপনার সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তিন দিন বলতে শুনেছি, একজন বেহেশতী লোক এখনই তোমাদের সম্মুখে আসবে। আপনি এমন কোন মহা পূণ্য আমল করেন যার কারণে আপনি এই মহা সম্মান লাভ করেছেন তা জানার জন্যেই আমি এই কয়দিন আপনার সান্নিধ্যে কাটিয়েছি। যাতে আমিও আপনার অনুসরণ করে সে আমলটি করতে পারি।কিন্তু আমি আপনাকে এমন বিশেষ কোন আমল করতে দেখলাম না। লোকটি তখন বলেছিলেনঃ তুমি যা দেখেছ ঠিকই দেখেছ। এ ছাড়া কিছু আমল আমার নেই। অতঃপর তিনি বলেনঃ

غَيْرَ أَنِّي لَا أَجِدُ فِي نَفْسِي لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ غِشًّا، وَلَا أَحْسُدُ أَحَدًا عَلَى خَيْرٍ أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ

“তবে একটি কথা, আমার মনে কোন মুসলমের প্রতি বিদ্বেষ নেই। আল্লাহ তায়ালা কাউকে তাঁর নিয়ামত সম্পদে ভূষিত করলে তার প্রতি আমার মনে হিংসা প্রশ্রয় পায় না।” এ কথা শুনে হযরত আব্দুল্লাহ (রযি) বলেছিলেনঃ এই মহৎগুণের কারণে আপনি এই মহা সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

কারও প্রতি হিংসা বিদ্বেষ না রেখে নিজের মনকে পরিষ্কার রাখা আল্লাহর নিকট কত প্রিয় এ হাদীস দ্বারা আমরা তা বুঝতে পারলাম।

হযরত আনাস (রযি) কে নবীজির উপদেশঃ

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আনাস (রযি) কে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেনঃ

يَا بُنَيَّ، إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِيَ لَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ ثُمَّ قَالَ لِي: يَا بُنَيَّ وَذَلِكَ مِنْ سُنَّتِي، وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الجَنَّةِ

“ হে বৎস ! তুমি যদি সকাল-সন্ধ্যা এমনভাবে কাটাতে সক্ষম হও যে, তোমার মনে কারও প্রতি কোন রকম বিদ্বেষ বা অশুভ কামনা না থাকে, তাহলে তাই কর। তিনি আমাকে পুনরায় বলেনঃ এটা হচ্ছে আমার সুন্নাত। যে আমার সুন্নাত জীবিত করল সে আমাকে ভাল বাসল, আর যে আমাকে ভাল বাসল, সে আমার সঙ্গে জান্নাতে থাকবে।” এ হাদীস দ্বারা বোঝা গেল যে, কেবল মাত্র বাহ্যিক বা দৈহিক পবিত্র-পরিচ্ছন্নতাই ইসলামের শিক্ষা নয়। বরং মানুষের মনের পরিচ্ছন্নন্তার গুরুত্ব খুবই বেশি। মনের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ইসলামের এক গুরুত্ব অংগ। এর ফলে মানুষ আল্লাহর নিকট মহা সম্মানের অধিকারী হয় এবং পরকালে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্য হাসিল হয়।

আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করি তিনি যেন আমাদের অন্তরকে হিংসা বিদ্বেষ ও সর্বরকম গোনাহ থেকে হেফাযত করেন, আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন।

وَأٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সংকলনেঃ মাওলানা মুনীরুদ্দীন চাঁদপুরী
(শাইখুল হাদীস, জামপুর মাদরাসা)